চুয়াডাঙ্গার সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্বপ্নভঙ্গের উপক্রম

স্বপ্নভঙ্গ হতে বসেছে চুয়াডাঙ্গা কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসকদের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। কর্মরতদের অনেকের স্বপ্ন ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে সরকারীভাবেই তারা স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন এখন ভেঙে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি সরকারিভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার কোনো সেচ্ছাসবকই এতে স্থান পাননি। এতে তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা গেছে।

করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে করোনা মোকাবিলার জন্য সারাদেশের মেডিকেল টেকনোরজিস্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সরকারিভাবে। সে সময় চুয়াডাঙ্গার অনেক যুবক-যুবতী সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে নিজেদের নাম লেখান। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে এ পদে নিয়োগ পাওয়ার। কিন্তু সম্প্রতি সারাদেশে এ পদে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাতে চুয়াডাঙ্গার দু’যুবক সুযোগ পেয়েছেন।

তবে সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকের অভিমত তাদের মধ্যে থেকে কেউ নিয়োগ পেলে তারা খুশি হতেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউই সেচ্ছাসেবক ছিলেন না।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা স্যাম্পল সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে জাহানারা খাতুন, সাজেদুর রহমান ও হাসানুজ্জামান নামে তিনজন দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গত ১৪ এপ্রিল থেকে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) আমজাদুল ইসলাম বলেন, কিছুদিন পূর্বে সরকারিভাবে কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিলো। আমাদের এখানে ১৬ জন সেচ্ছসেবক তালিকাভূক্ত আছেন। আমরা তাদের নামের

তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা নিয়মিতই তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। আক্রান্তরা হলেন, সাহারবাটি গ্রামের বড়মসজিদ পাড়ার মিসেস মেরিনা (৩৫) ও মেহেরপুর পৌর এলাকার ঘোষ পাড়ার কাজল রেখা (২৮) । কাজল রেখা ঘোষ পাড়ার মেয়ে, তার শ্বশুরবাড়ি চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়াড়, বর্তমানে সে চুয়াডাঙ্গাতেই অবস্থান করছেন বলে জানা যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ পর্যন্ত জেলায় ১৯৯৫ টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে আক্রান্ত ৭৬ জন। এরমধ্যে মেহেরপুরে ৩৭, গাংনীতে ৩৩ ও মুজিবনগরে ৬ জন। সুস্থ হয়েছে ২৫জন ও মৃত্য হয়েছে ৫ জনের, ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৭ জন কে।

উপজেলা প্রশাসন আক্রান্তদের বাড়ি সহ তাদের পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করবে। সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় করোনার উপসর্গ

নিয়ে শ্রমিক নেতার মৃত্যু

করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি কাওছার আলী শাহ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। কাওছার আলী শাহ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন শাহ’র ছেলে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ জানান, কাওছার আলি শাহ কয়েকদিন ধরে সর্দি কাশি, জ্বর ও ডায়রিয়ায় ভুগছিলেন। তিনি সোমবার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে নমুনাও দিয়েছিলেন।

নমুনা সংগ্রহ করার পর পরীক্ষার জন্য মঙ্গলবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসার আগেই তিনি মারা গেলেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলাতে সোমবার পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২১৫ জন নারী-পুরুষ। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৩১ জন ও মারা গেছেন ২ জন।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের মাস্ক বিতরণ অব্যাহত

কোরোনা মোকাবেলায় মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি মহাদয়ের নির্দেশনায় মাস্ক বিতরণ করা। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে জেলা আওয়ামী লিগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন মাস্ক বিতরণের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সহযোদ্ধা মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে একদল যুবসমাজ তার আহবানে সাড়া দিয়ে কোন ভাইরাসের মোকাবেলায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে মাস্ক বিতরনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তিনি আরও বলেন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের প্রতিটা সদস্যকে মেহেরপুর জেলা

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায়। মেহেরপুর কোট মোড় অঞ্চলে ইজিবাইক, ভেনচালক, রিস্কাচালক, মোটরসাইকেল আরহীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হাসান আসিফ, আওয়ামী যুবলীগ নেতা আলাউদ্দিন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাজু আহমেদ লিটিল, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল হাসান রকি, শাহিন রেজা, মহাসিন আলী, রিপন মিয়াসহ আরো অনেকেই।

সব রেকর্ড ছাপিয়ে করোনায় একদিনে ৬৪ মৃত্যু, শনাক্ত ৩৬৮২

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৮৪৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৬৮২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪৪ জন এবং মোট সুস্থ ৫৯ হাজার ৬২৪ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৮ হাজার ৮৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৮ হাজার ৪২৬টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৬৮২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন। শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৫২ জন ও নারী ১২ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৮৪৭ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৯ হাজার ৬২৪ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১

দশমিক ২৭ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ২১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ১১ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ৩১ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, রাজশাহীতে ৭ জন, সিলেটে ২ জন, খুলনায় ৭ জন, বরিশালে ২ জন এবং ময়মনসিংহে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৫১ জন ও বাড়িতে ১৩ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুরে গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্যক্তির মৃত্যু

মেহেরপুরে গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জয়নাল আবেদীন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টায় নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় তার। সে বামুন্দী পশ্চিমপাড়ার খোদা বক্সের ছেলে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, জয়নাল আবেদীনের করোনা উপসর্গ থাকায় পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

নমুনা পরীক্ষার ফলাফল হাতে পাওয়ার পর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু

হয়েছে কি না বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন,বেশ কয়েকদিন যাবত জয়নাল আবেদীন সর্দি কাশি ও জ্বর হওয়ার কারনে অসুস্থ ছিলো। জয়নাল আবেদীনের ছেলে শামিম আহমেদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,মৃত্যু’র বিষয়টি জানা নেই। তবে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেলে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যরা দাফনের ব্যবস্থা করবে।

করোনাভাইরাস: বাড়িতে চিকিৎসা নিলে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ও করোনা পজিটিভ হলে বাড়িতে বসেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারেন। শুধু অবস্থা গুরুতর হলে ও শ্বাসকষ্টের তীব্র সমস্যা হলে হাসপাতালে যেতে হবে।

বাসায় চিকিৎসা নিয়েও এই ভাইরাস থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব। বাসায় অবস্থানকালে চিকিৎসা নেয়ার সময় কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

নিজেকে আলাদা রুমে রাখুন

করোনা উপসর্গ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেট করুন। এতে করে অন্যদের সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে।

জ্বর আসলে কী করবেন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে সাধারণত জ্বর ও সর্দি-কাশির উপসর্গ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন।

কফ না থাকলে

কফ জমলে বসার সময় পিঠে ভর দিয়ে হেলান দিয়ে না বাসাই ভালো।

মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এতে কফ কিছুটা হালকা হয়ে যাবে।

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, কফ হালকা করার জন্য এক চামচ মধু খেতে পারেন। এতে উপকার পাবেন।

টেস্ট সেন্টারের ফোন নম্বর রাখুন

করোনা পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ টেস্ট সেন্টার কোথায় আছে তা খোঁজ রাখুন। এখন কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে। তাদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করুন।

অক্সিজেন ভাড়া নিতে পারেন

শ্বাসকষ্ট হলে যদি রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে না পারেন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় অক্সিজেন নিতে পারেন।

জেনে নিন টেলিমেডিসিন

করোনা সংক্রমণের এ সময়ে বেশিরভাগ চিকিৎসক রোগীদের সরাসরি দেখছেন না। অধিকাংশ ডাক্তারের চেম্বারও বন্ধ। তাই ডাক্তারকে ফোন করে এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা

করোনার সম্ভাব্য ভ্যাকসিন তৈরির ঘোষণা ভারতের

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টায় রয়েছে বহুদেশ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা বিজ্ঞানীরা দিন-রাত এক করে দিচ্ছেন কোভিড ১৯-এর কার্যকর ওষুধ উদ্ভাবনে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত করোনার কার্যকর দাওয়াই আবিষ্কারের ঘোষণা দিতে পারেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বহুদেশ করোনার সম্ভাব্য ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের ঘোষণা দিয়েছে। এবার

সেই দৌড়ে শামিল হয়েছে ভারত। সরকারি উদ্যোগে করোনার সম্ভাব্য প্রতিষেধক ‘কোভ্যাক্সিন’ তৈরি করেছে। যেটি মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছে ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

হায়দরাবাদভিত্তিক ভারত বায়োটেক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির (এনআইভি) সমন্বিত উদ্যোগে করোনাভাইরাসের এ সম্ভাব্য প্রতিষেধকটি তৈরি করা হয়।

জানা গেছে, কোভ্যাক্সিনের উপাদান দেখেশুনে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া। এ পর্যায়ে মানবদেহে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হবে। সব ঠিক থাকলে জুলাই থেকেই শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষা।

উল্লেখ্য, পোলিও, র্যা বিস, জাপানিজ এনসেফেলাইটিস, জিকা ও চিকুনগুনিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবনে খ্যাতি রয়েছে ভারত বায়োটেকের। এবার করোনার টিকা উদ্ভাবনে সফল হয় কিনা সেটিই দেখার পালা।

‘কোভ্যাক্সিন’ তৈরি হওয়ার কথা সোমবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করেন ভারত বায়োটেকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কৃষ্ণ এল্লা। তিনি বলেন, ‘আমরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে প্রথম দেশজ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেরে গর্বিত। কোভ্যাক্সিন তৈরির কাজে আইসিএমআর ও এনআইভি আমাদের সহযোগিতা করেছে।

জানা গেছে, পুনের এনআইভিতে নভেল করোনাভাইরাসের বিশেষ স্ট্রেনকে রোগীদের নমুনা থেকে আলাদা করে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় ভারত বায়োটেকে। এর পরই সর্বাধিক জৈব নিরাপত্তায় কোভ্যাক্সিন তৈরির কাজ শুরু হয় হায়দরাবাদের জেনোম ভ্যালিতে। ভারত বায়োটেকের হাইকনটেইনমেন্ট ব্যবস্থার মধ্যেই পুরো কাজ হয়। প্রাণির দেহে প্রয়োগ করে ভাইরাসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পর্ব এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এতে সফল হওয়ার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

এর পর কোভ্যাক্সিনের প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল সরকারকে জমা দেয় বায়োটেক। এর পরই ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (ডিসিজিআই) মানবদেহে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের

পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দেয়।

চলতি বছরের ৯ মে ভারত বায়োটেকের এ গবেষণার কথা জানিয়েছিল আইসিএমআর।
তবে কোভ্যাক্সিন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপগুলোতে কতটা সময় লাগতে পারে, কিংবা ভ্যাকসিনটি কবে নাগাদ বাজারে আসতে পারে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে সব মিলিয়ে চার-পাঁচ মাস লাগতে পারে কোভ্যাক্সিনের সব রকম পরীক্ষা শেষ হতে।
চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস ভারতেও দাপট দেখাচ্ছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৫৩৬ জন। আর মারা গেছেন ১৬ হাজার ৯০৪ জন। সুত্র- যুগান্তর

মেহেরপুরে নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনীতে নতুন করে দু’জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম। আক্রান্তরা হলেন,সাহারবাটি গ্রামের করোনা আক্রান্তে মৃত কফেল আলীর স্ত্রীর মমতাজ বেগম (৩০) ও নওয়াপাড়া গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার আহারন নেছা (৪৫)।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,এ পর্যন্ত জেলায় ১৭শ’৮৩টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে আক্রান্ত ৭৪ জন। এরমধ্যে মেহেরপুরে ৩৬,গাংনীতে ৩২ ও মুজিবনগরে ৬ জন। সুস্থ হয়েছে ২৫জন ও মৃত্য হয়েছে ৫ জনের।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান,আক্রান্তরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে চিকিৎসা নেবেন। স্বাস্থ্য বিভাগ সার্বিক সহযোগিতা করবে।
উপজেলা প্রশাসন আক্রান্তদের বাড়ি সহ তাদের পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করবে। সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানান তিনি।

কোভিড-১৯: ৮৫ ভাগ রোগী এমনিতেই ভাল হয়ে যায়

গত ১২ জুন অধ্যাপক ডা. গাজী জহির ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ৩০ মে করোনায় আক্রান্ত হন তিনি।

৪ জুন উপসর্গ তীব্র হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে ৬ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তির জন্য উদ্যোগ নিই। তার জন্য আইসিইউ সাপোর্ট খুব প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ অপারগতা প্রকাশ করায় ৫ জুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হল তাকে। ৫ জুন রাতে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। ১২ জুন প্রথম প্রহরে সবাইকে কাঁদিয়ে পরপারে চলে গেলেন প্রাণবন্ত জহির।

বড় করুণ এই মৃত্যু। যে প্রতিষ্ঠানে আজীবন রোগীর সেবা দিয়ে এসেছেন সে প্রতিষ্ঠানে নিজে রোগী হিসাবে ঠাঁই পায়নি।

এছাড়া মরহুম কিবরিয়া স্যার করেনায় আক্রান্ত হয়ে সিএমএইচে মারা গেলেন। শ্রদ্ধাভাজন রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ নাসিম এমপি, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন কামরান, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ- আরও কত মানুষ অকালে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন।

মৃত্যুর এ মিছিল দীর্ঘ। কতকাল আরও কত লাশের বোঝা বইতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। বড় করুণ বড় নির্মম এ মৃত্যু।

এক অদৃশ্য শক্তি, প্রাণহীন অনুজীব চীনের উহান থেকে যার যাত্রা শুরু, সেখানকার বন্য প্রাণীর বাজারের বাদুর থেকে। আবার কারও মতে উহানের ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি থকে মানুষের মধ্যে তা সংক্রমিত

হয়।

মানুষের নাক, মুখ বা চোখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে আক্রান্ত করে প্রথমে হালকা জ্বর, হাঁচি-কাশি, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, শ্বাসতন্ত্রকে আক্রমণ করা, কেউ বা উপসর্গহীন।

অনুজীবটি মুকুটের মত দেখতে তাই এর নাম করোনাভাইরাস। এর আগে একই গোত্রের সার্স যা ২০০৩ সালে মহামারী আকারে এসেছিল। সেজন্য করোনাকে সার্স কোভ-২ ও বলা হয়। নতুন এসেছে বলে এর নাম নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯।

গত বছরের শেষ দিকে যার জন্ম। মুহূর্তের মধ্যেই দাবানলের মতো চীন থেকে যাত্রা শুরু করে ইউরোপের ইটালি, স্পেন, যুক্তরাজ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা, ব্রাজিল হয়ে দক্ষিণ এশিয়া ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশেও এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিদিন মৃত্যু আর আক্রান্তের হার বাড়ছে। ভাইরাসটি ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। ক্ষুদ্র অনুজীব অথচ ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র এর কাছে নস্যি। এই বৈশ্বিক করোনা মহামারী (প্যানডেমিক) যা এর আগে মানুষ আর কখনো দেখেনি।

প্লেগ, স্পানিশ ফ্লু, কলেরা, ইবোলা, এইডস, বার্ড ফ্লু, নিপা ভাইরাস- বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করলেও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করেছে। কিন্তু করোনাভাইরাস দ্রুত সময়ে পৃথিবীর প্রায় সব এলাকায় সংক্রমিত হয়েছে।

একমাত্র নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোনো দেশ এই ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কবে পারবে তা কেবল মহান সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারেন।

করোনা একটি আতঙ্কের নাম। রোগটি যতটা ছোঁয়াচে ততটা কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু এক ধরনের ভীতি আর আতঙ্কের কারণে রোগটি প্রতিটি মানুষের মনে হতাশা তৈরি করেছে।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রায় ১৭০০ জন মারা গেছেন। অনুজীবটি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে সক্রিয় হয়।

যে সব কোষে ACE-2 এনজাইম থাকে সেখানে ভাইরাসটি আক্রমণ করে। বাইরের আস্তরণ খসে যায় এবং RNA সক্রিয় হয় ও বংশবৃদ্ধি করে নতুন

নতুন কোষকে আক্রান্ত করে।

ভাইরাসটি কোষের এনডোজমে অবস্থান নেয়। ভাইরাসের খসে যাওয়া আস্তর মৃতকোষ আর গলিত অংশে ফুসফুসের এলাভিওলাই পরিপূর্ণ হয়ে ফুসফুস আকার্যকর করে। শ্বাস কষ্ট, অক্সিজেন স্বল্পতা আর নিউমোনিয়া তীব্র হয়।

রক্ত জমাট বাঁধে এবং রক্তনালীর দেয়ালের ছিদ্র প্রসারিত হয়ে রস বের হয়ে ফুসফুসের ফাঁপা অংশ পূর্ণ হয়ে ফুসফুসের প্রসারণ সংকুচিত করে। হৃদযন্ত্র অকার্যকর হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যায়।

এখন আসা যাক করোনা রোগী কেন ভীতিকর। রেডিও, টিভি আর সংবাদপত্রের কল্যাণে রোগটি এত আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এ রোগে আক্রান্ত হলে পরিবার, সমাজ- সবার কাছে সে অবহেলার পাত্র আর অচ্ছুৎ হয়ে যায়।

কেউ তাকে দেখতে আসে না, ছুঁতে চায় না, সেবা ও চিকিৎসা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। সে জন্য এ রোগে আক্রান্ত হলে এক ধরনের ভীতি রোগীকে কুরে কুরে খায়। রোগী সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে আরও অসুস্থ হয়ে যায়।

আসলেই কি রোগটি ভীতিকর? পরিসংখ্যান বলছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ১৫ জনকে হাসপতালে ভর্তি হতে হয়। শতকরা ১০ জনের জন্য আইসিইউ প্রয়োজন হয়।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের সবার উপসর্গ থাকে না। রোগটি শনাক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাতে হবে। মনোবল অটুট রাখতে হবে। আতঙ্ক বা ভয় নয়, সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র দেশ। এখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেই, শৃঙ্খলা নেই। নিয়ম মানার প্রবণতা নেই। প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। সচেতনতা নেই। হাসপাতালের বিছানা নেই।

মহামারী নিয়ন্ত্রণে যেভাবে আন্তরিকতা নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার তেমন আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার মত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নেই।

আগেই বলেছি, ভাইরাসটি নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে প্রবেশ করে। এজন্য হাত বারে বারে সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। নাকে মুখে মাস্ক পরতে হবে- তা কাগজের বা কাপড়ের হলেই হল। চোখে

চশমা।

হাত না ধুয়ে নাক, মুখ বা চোখ স্পর্শ করা যাবে না। যেখানে সেখানে কফ থুথু ফেলা যাবে না। ব্যবহৃত রুমাল বা টিস্যু, মাস্ক ফেলা যাবে না। রুমাল বা টিস্যু না থাকলে কনুই দিয়ে নাক মুখ ঢেকে হাঁচি-কাঁশি দিতে হবে। মাস্ক ছাড়া বের হওয়া যাবে না।

এসব ব্যবস্থা নিলেই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব। আহেতুক দামী নভোচারী পোশাক, উচ্চমূল্যের মাস্ক, ক্যাপ, গগলস, গ্লাভস ব্যবহার রোগীর চিকিৎসার পূর্বশর্ত হতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, চিকিৎসার নামে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বা অর্থ খরচ করা যাবে না। সরকারের বিপুল বাজেট নষ্ট করে এ দুঃসময়েও ‘কারও ঘর পোড়ে আর তাতে আলু পোড়া দিয়ে খাওয়ার’ প্রবণতা দুঃখজনক।

কোভিড-১৯ ভাইরাসটি বেশি বেশি পরীক্ষা করে শনাক্ত করতে হবে। আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে।

পাশাপাশি সাধারণ রোগী ও যেন করোনার অযুহাতে চিকিৎসা বঞ্চিত না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ থাকতে হবে। জেলা হাসপাতালগুলোতে আইসিইউর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেসরকারি হাসপাতালে ও কোভিড রোগীর চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে, চিকিৎসা ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। হাসপাতাল ও রোগীর চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্লিনিক, হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবা কর্মীদের উপর ভাংচুর, হামলার বিরুদ্ধে আইন করে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কোভিড-১৯ এর নিয়ন্ত্রণ ত্বরান্বিত করতে হলে আমাদের সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। বেশ কিছু দেশ রোগটির ভ্যাকসিন আবিস্কারে উঠেপড়ে লেগেছে। বেশ কিছু ট্রায়াল হয়েছে, কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

১. আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এখন করোনা সংক্রমণ চরম সীমায়। সংক্রমিতদের প্রায় ৮৫% এমনিতেই ভাল হয়ে যায়, কিন্তু তাদের দ্বারা অন্যরা যেন সংক্রমিত না হয় এজন্য সর্তক হতে হবে। যাদের বয়স ৫০ এর ওপর এবং যাদের কো-মরবিডিটি অর্থাৎ অন্য রোগ

যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ আছে তাদের মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি।

২. রুল অফ থাম্ব অনুযায়ী আক্রান্তের ১৫ শতাংশের হাসপাতাল লাগে, অর্থাৎ যদি ১ লক্ষ ৩০ হাজার সংক্রমিত হয়, তা হলে ২০ হাজার রোগীর জন্যে হাসপাতালের বিছানা লাগে, ১০% ICU লাগে (১৩ হাজার ICU বেড) ও প্রায় ৫% (৭,৫০০) রোগীর কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে ভেন্টিলেটর বা ওই জাতীয় যন্ত্র লাগে।
কিন্তু তারপরও এই ৫% ক্রিটিকাল রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. শুধু বেড হলেই কি হয়, সাথে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার ও জনবল লাগে। উপরে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় রসদ ও জনবলের সামান্য অংশও আমাদের দেশে এই মুহূর্তে নেই।

সুতরাং সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলে জনগণের জীবন বাঁচাতে হবে।

৪. জ্বর ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি দুই থেকে তিন দিন, তারপরই মারাত্মক দুর্বলতা, তীব্র গলা ব্যথা যার কারণে কথা বলতে পারছেন না- এ ৩টি উপসর্গ দেখা দিলে তিনি করোনার টেস্ট করাবেন এবং চিকিৎসা নেবেন।

৫. এই নভেল করোনাভাইরাস আমাদের প্রতি বছর হয়ে যাওয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার সমগোত্রীয়। করোনার উপসর্গ আর ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ ৯০% প্রায়ই একই রকম। তাই এই ধরনের উপসর্গ হলেই করোনা টেস্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

নিজের বাড়িতে সামাজিক ও পারিবারিক দূরত্ব মেনে চলুন। ১৪ দিন পর জ্বর, কাশি বা শ্বাসকষ্ট না থাকলে আপনি মনে করবেন আপনি করোনা বা ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত। কিন্তু সর্বসাধারণের করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেই হবে।

মনে রাখবেন, ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপসর্গ না থাকলে আপনি করোনা টেস্ট করতে যাবেন না। কারণ তা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, আপনার জন্য আসল করোনা রোগীর টেস্টে দেরি হবে ও একটি করোনা টেস্ট কিট খামোখা নষ্ট হবে। এই কিট বাইরে থেকে আনতে হয়। আর এই কিট আনতে সময় লাগে।

৬. প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

বাড়াতে ক) ট্যাবলেট জিঙ্ক, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম খাবেন, খ) আমিষ প্রধান খাদ্য যেমন- ডিম, মাছ ও মাংসের সঙ্গে সামান্য তরকারিও খাবেন। আম, কাঠাল ও অন্যান্য দেশি ফল যত পারেন খাবেন (কামরাঙ্গা ছাড়া) কিন্তু তা মূল খাবারের পরে।

৭. জরুরি প্রয়োজনে মাস্ক পরে বাইরে যাবেন। বাসায় ফিরেই হাত ধোবেন। স্যানিটাইজার বা সাবান দিয়ে বারবার হাত পরিষ্কার করবেন। মাস্ক ও চশমা ছাড়া ঘরের বাইরে বের হবেন না। কাপড়ের মাস্ক হলে বাসায় এসেই তা ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করতে পারবেন।

সবশেষে, আশা করি দ্রুত করোনার ভ্যাকসিন বাজারে আসবে। ততদিন সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা, ধরিত্রীকে এ ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

লেখক: অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা। সুত্র-যুগান্তর